সংবাদ

তারিখ 14 MAR 2012
পৃ ১৬ কলাম ৬

খুলনায় বিএল কলেজে ভর্তিকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের ভাঙচুর অধ্যক্ষ অবরুদ্ধ

খুলনা ব্যুরো

সরকারি বিএল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে সম্মান প্রথম বর্ষের ভর্তিকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ব্যাপক ভাঙচুর ও তাণ্ডব চালিয়েছে। এসময় কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. শফিউল্লাহ সরদারকে তার অফিস কক্ষে তালা ঝুলিয়ে প্রায় দু' ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। গতকাল বেলা সাড়ে ১১টায় এ ঘটনা ঘটে। সাধারণ শিক্ষার্থীরা আতঙ্কিত হয়ে ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যায়। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা কলেজের সব বিভাগে একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়।

প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্ররা জানায়, বিএল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে গত সোমবার পর্যন্ত ছিল সম্মান প্রথম বর্ষের মেধা তালিকায় সুযোগ প্রাপ্তদের ভর্তির সর্বশেষ সময়। এদিকে গতকাল থেকে রিলিজ স্লিপের মাধ্যমে ভর্তি করা শুরু হয়। এর মধ্যে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা অধ্যক্ষের কাছে যান তাদের দাবি অনুযায়ী ভর্তি কার্যক্রম চালানোর জন্য। এসময় অধ্যক্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক ভর্তির কথা জানালে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে তারা কমার্স ভবন ভাঙচুর করে। পরে অধ্যক্ষের কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেয়। প্রায় দুই ঘণ্টা পর দুপুর দেড়টার দিকে তালা খুলে দিলে অধ্যক্ষ প্রফেসর শফিউল্লাহ সরদার, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর দর্প নারায়ণ সাহা ও ছাত্রলীগের নেতা মেহেদী হাসান, হাবিবুর রহমান, আবদুল গফুরসহ সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে বৈঠকে বসেন। দীর্ঘ আধা ঘণ্টা বৈঠক শেষে শিক্ষার্থীদের দাবি পূরণ না হওয়ায় বৈঠক শেষ হয়। বিকেলে দ্বিতীয় দফায় আবারও বৈঠকে বসেন বলে জানা যায়। এব্যাপারে বিএল কলেজ ছাত্রলীগ নেতা মেহেদী হাসান জানান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খামখেয়ালিপনায় কলেজে শিক্ষার্থীরা ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের

বিএল : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

বিএল : কলেজে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ দিতে হবে। ছাত্রলীগ শুধুমাত্র সাধারণ শিক্ষার্থীদের এ দাবির প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেছে। তিনি বলেন, অধ্যক্ষ অবরুদ্ধের পর বিকেলে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিদের প্রায় আধা ঘণ্টা বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে আপাতত ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

তবে কমার্স ভবন ভাঙচুর ও অধ্যক্ষের কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে অবরুদ্ধ করে রাখার ঘটনা স্বীকার করে কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর শফিউল্লাহ সরদার জানান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম হচ্ছে মেধা কোটায় ভর্তির পর রিলিজ স্লিপের মাধ্যমে ভর্তি করা হবে। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ভেঙে ভর্তি করা সম্ভব নয়। এ সিদ্ধান্ত জানানোর পর শিক্ষার্থীরা ভাঙচুর ও আমার কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে অবরুদ্ধ করে ফেলে। পরে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি ও কলেজ কর্তৃপক্ষ উভয় বৈঠক করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে শিক্ষার্থীদের জানালে বৈঠক সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়। তিনি বলেন, আমার হাত পা বাঁধা শিক্ষার্থীদের দাবি পূরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের দাবি একমাত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পূরণ করতে পারে। বিএল কলেজে ডিউটিরত দৌলতপুর থানার এসআই মেহেদী হাসান জানান, ভর্তির বিষয় নিয়ে ছাত্রলীগ ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা কমার্স ভবন ভাঙচুর ও অধ্যক্ষের কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেয়। এসময় ক্যাম্পাসে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।